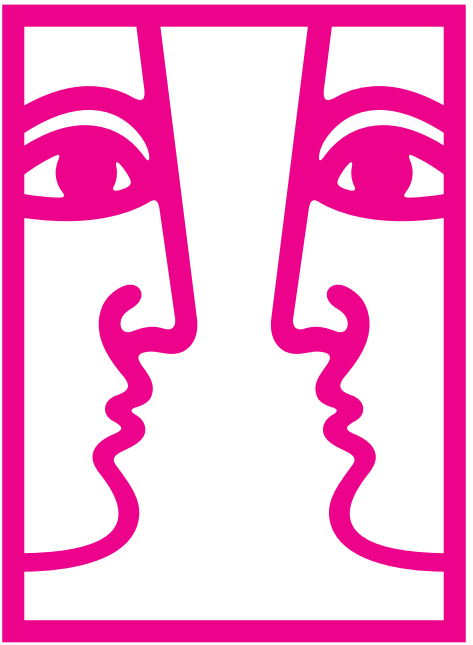

কথোপকথন

অখণ্ড

কথোপকথন

অখণ্ড

(পাঁচ খণ্ড একত্রে ও আমরা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে)

পূর্ণেন্দু পত্রী

কথোপকথন অখণ্ড
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
উমা পত্রী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

KATHOPOKATHON (Combined) A Long Verse in Bengali by PURNENDU PATTREA
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: April 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-91027-5-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

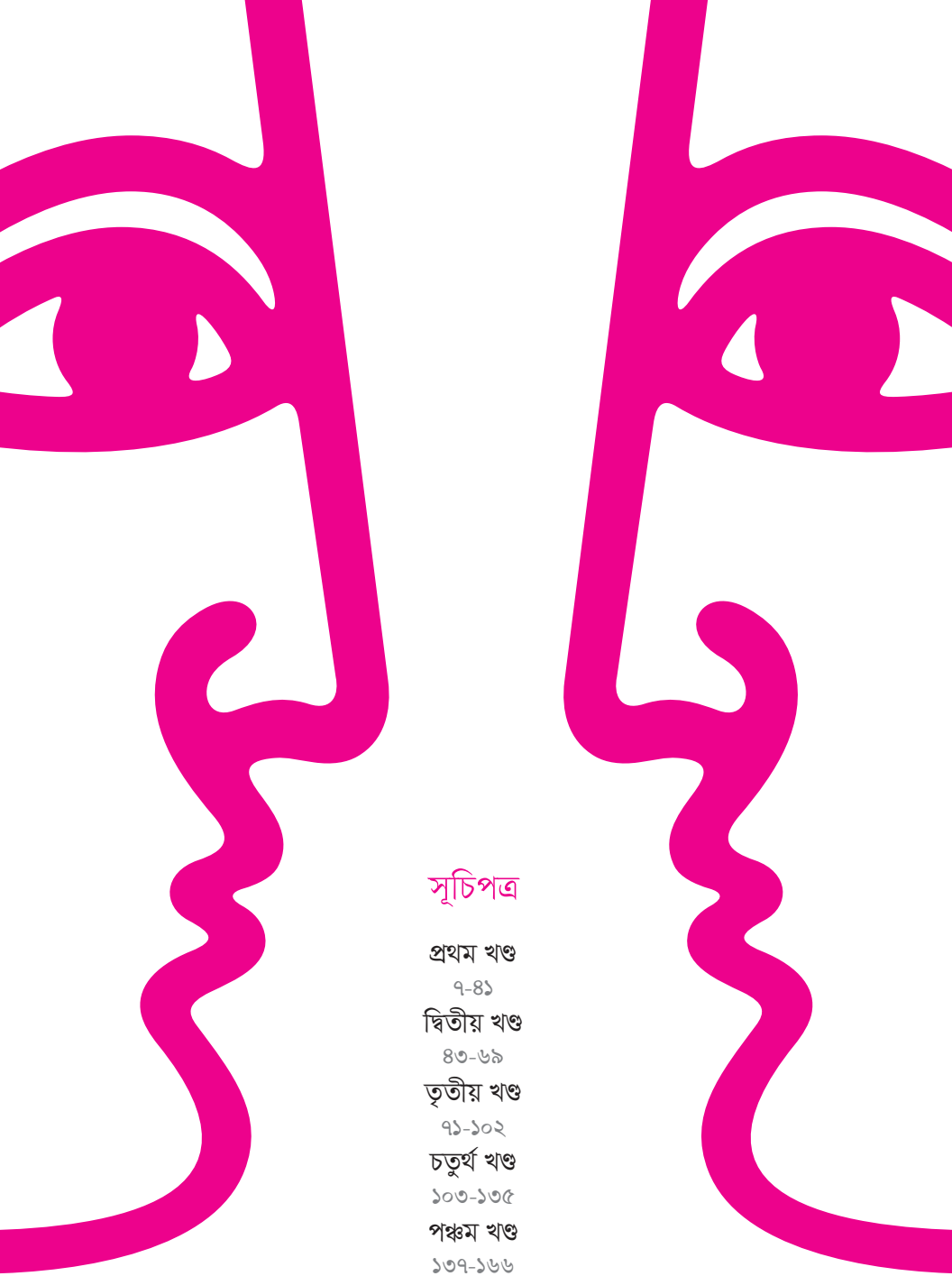

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড
৭-৪১
দ্বিতীয় খণ্ড
৪৩-৬৯
তৃতীয় খণ্ড
৭১-১০২
চতুর্থ খণ্ড
১০৩-১৩৫
পঞ্চম খণ্ড
১৩৭-১৬৬
আমরা আবহমান ধ্বংসে ও নির্মাণে
১৬৭-২০০

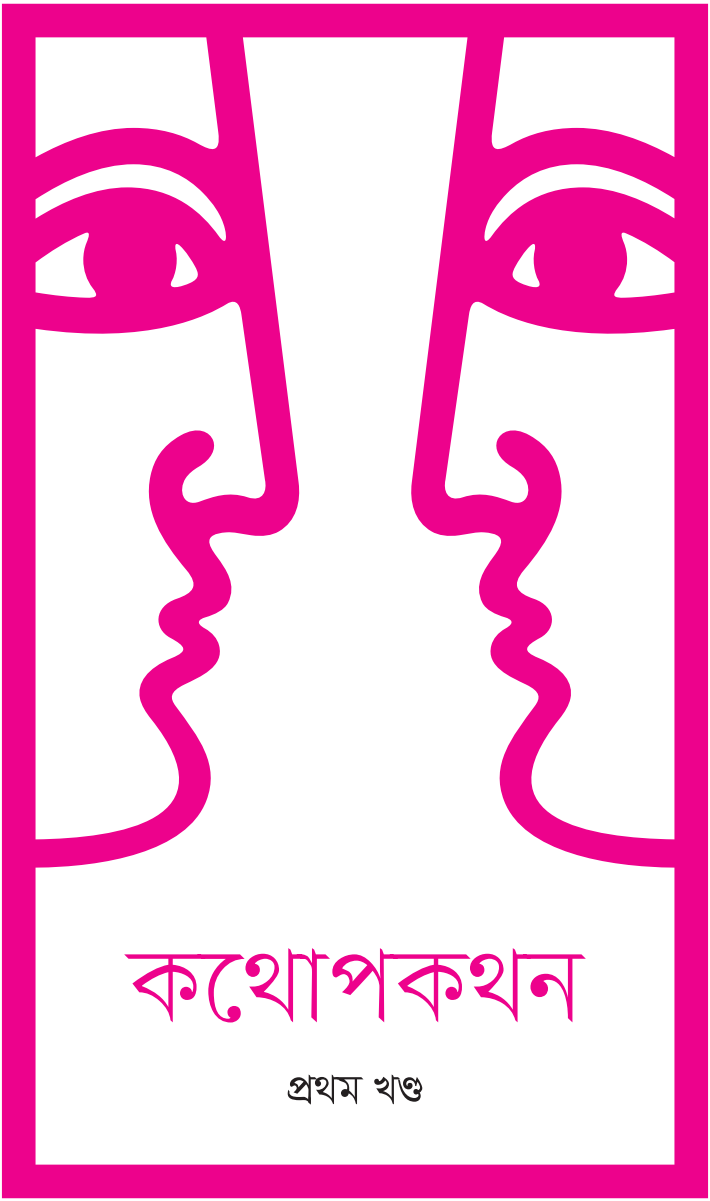

কথোপকথন

প্রথম খণ্ড

গৌরী ও পার্থ ঘোষকে

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৮১

একদা কলকাতা নামের এই শহরে শুভঙ্কর নামে ৪৫ বছর
বয়সী এক সদ্যোজাত যুবক ভালোবেসে ফেলেছিল নন্দিনী নামের
এক বিদ্যুৎ-শিখাকে। গেরিলা-যুদ্ধের মতো
তাদের গোপন ভালোবাসাবাসির নিত্যসঙ্গী ছিলাম আমি। আর
নিজের খাতায় রোজ টুকে রাখতুম তাদের
আবির-মাখানো কথোপকথনগুলো। সেই শুভঙ্করের
বয়স এখন ৫০। সেই নন্দিনী হয়তো এখন বন্দিনী
নিদারুণ-সুখের কোনো সোনার পালঙ্কে।
ওদের মাঝখানে নদী আর খেয়া দুটোই গেছে হারিয়ে।
একবার ভেবেছিলুম ঝড়ের অন্ধকারে উড়িয়ে দিই
টুকরো এইসব কাগজ। পরে মনে হলো, যারা ভালোবাসে,
ভালোবেসে জ্বলে, জ্বলে পৃথিবীর দিগন্তকে রাঙিয়ে দেয়
ভিন্ন এক গোধূলি-আলোয়, তাদের সকলেরই অনেক আপন-কথা,
গোপন-কথা রয়ে গেছে এর ভিতরে। এমনকি আমার
মৃত্যুর পরেও যাদের রক্তে শুরু হবে তুমুল শ্রাবণের চাষ-বাস,
তাদের মুখগুলোও ভেসে উঠলো চোখে। অগত্যা
ছিন্ন-ভিন্ন ঐসব কাগজগুলোকে হেলাফেলায় মরতে দিতে
পারলাম না আর।

কথোপকথন ১

তোমার পৌঁছতে এত দেরি হলো?
পথে ভিড় ছিল?
আমারও পৌঁছতে একটু দেরি হলো
সব পথই ফাটা।
পথে এত ভিড় ছিল কেন?
শবযাত্রা? কার মৃত্যু হলো?
আমাদের চেনা কেউ না তো?
এই তো সেদিন যোগো গেল
দৌড়ে গেল, এখনও ফিরল না।
আগে পরে শঙ্কর, বিমল।
আমাদের যাকে যাকে প্রয়োজন তারাই পালায়
দূরের সমুদ্রে চলে যায়
কালো নুলিয়ারা যায় যে-রকম বিলীনের দিকে।
আরও যাবে, আমরাও যাব।
লোকাল ট্রেনের মতো বেশ ঘন ঘন
আসছে যাচ্ছে মৃত্যু আজকাল।
তোমার কেমন মৃত্যু ভালো লাগে?
আমি? সেরিব্রাল?
মৃত্যুর কথায় রাগ হলো?
মৃত্যুর প্রসঙ্গ তবে থাক
জীবনের আলোচনা হোক।

তোমার চিবুকে এত ছায়া কেন?
অন্ধকারে ছিলে?
আমার কপালে এত ঘাম কেন?
রোদ্দুরে ছিলে?
তুমি আজ টিপ পরোনি তো?
আমি আজ পাঞ্জাবি পরিনি।
তোমার খোঁপার চুল ভাঙা কেন?
ঝড়ে পড়েছিলে?
আমার চুলের ফাঁকে রক্ত কেন?
বাজ পড়েছিল।
আজকাল রোজই ঝড় ওঠে।

গাছ পড়ে, ল্যাম্পপোস্ট পড়ে
মানুষও পাখির মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে
খানাখন্দে পড়ে।
ঝড় যেন তুফান এক্সপ্রেস
হাঁউ-মাঁউ হাঁউ-মাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ...
ঝড়ের কথায় রাগ হলো?
ঝড়ের প্রসঙ্গ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

তোমার চোখের মণি লাল কেন?
বৃষ্টিতে ভিজেছ?
আমার হাতের শিরা নীল কেন?
আগুনে পুড়েছে।
বলেছিলে আজ চিঠি দেবে,
এনেছ? বাঃ, মেনি মেনি থ্যাংকস।

একি দিলে? এ তো শুধু খাম!
খাম থেকে চিঠি কোথা গেল?
ঝড়ে উড়ে গেছে?
আমারও চিঠির সব লেখা
জলে ধুয়ে গেছে।
আজকাল জলও শিখে গেছে
নানান ছলনা।
জল কারও শাড়িকে ভেজায়
জল কারও ঘরবাড়ি কাড়ে
দরজায় ব্যস্ত কড়া নাড়ে।
একবার আমাদের ঘরছাড়া করেছিল জল
বালিশ, তোশক, খাট, ঘটি-বাটি থালা
সবকিছু হাঙরের হাঁ-এ গিলে খেলো।
পচা-জলে আমরা যেন শ্যাওলার
কচুরিপানার
নিকট আত্মীয় হয়ে...
জলের কথায় রাগ হলো?

জলের প্রসঙ্গ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

কাল তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে?
মিশর? মিশরে গিয়েছিলে?
কী আশ্চর্য! আমিও তো কাল
স্বপ্নে ঐ মিশরে ছিলাম।
সারি সারি মমির কঙ্কাল।

হীরের চোখের মতো চোখ
মুক্তোর দাঁতের মতো দাঁত
প্রাণ ছাড়া বাকি সব প্রাণের আরাম।
নক্ষত্রদীপ্তিতে ফুটে আছে।
এদের কি আর মৃত্যু হবে?
তুমি প্রশ্ন জানালে আমাকে।
এরা তো মৃত্যুরই স্কাল্পচার
আমি জানালাম।
তোমার দুচোখ নদী হলো
তোমার চিবুকে জ্যোৎস্না এলো।
তুমি যেন সুখে নীল অন্তরীক্ষ হলে।
তুমি বললে, আমি মমি হব।
তুমি মৃত হতে হতে
তুমি ধ্বংস হতে হতে
তুমি মমি হতে হতে
মমির কথায় রাগ হলো?
মমির প্রসঙ্গ তবে থাক।
জীবনের আলোচনা হোক।

কথোপকথন ২

কী হয়েছে? কপালে ভাঁজ কেন?
চোর-ডাকাতি? আমাকে খুলে বলো
সকালবেলার শ্বেতপদ্মের রোদে
সন্ধেবেলার বিষাদ সেজে আছ।

কী হয়েছে আমাকে খুলে বলো
হারিয়ে গেছে পায়ের তোড়া মল?
ঠিকানা-লেখা খুচরো ছেঁড়া পাতা?
গোপন চিঠি? গলার রত্নহার?

কী বললে? এক বৃষ্টিপাগল দিনের
মৌ-মাখানো স্মৃতির গন্ধ? সেকি?
সে তো তুমি নিজের বুকের থেকে
উপুড় করে দিয়েছ করতলে।
রেখেছি বুকে, বুকের বন্ধ ঘরে
অবশ্য রোজ সন্ধ্যা-প্রদীপ দি।

কথোপকথন ৩

তোমার বন্ধু কে? দীর্ঘশ্বাস?
আমারও তাই।
আমার শূন্যতা গণনাহীন।
তোমারও তাই?

দূরের পথ দিয়ে ঋতুরা যায়
ডাকলে দরোজায় আসে না কেউ।
অযথা বাঁশি শুনে বাইরে যাই
বাতাসে হাসাহাসি বিদ্রুপের।

তোমার সাজি ছিল, বাগান নেই
আমারও তাই।
আমার নদী ছিল, নৌকো নেই
তোমারও তাই?

তোমার বিছানায় বৃষ্টিপাত
আমার ঘরেদোরে ধুলোর ঝড়।
তোমার ঘরেদোরে আমার মেঘ
আমার বিছানায় তোমার হিম।

কথোপকথন ৪

—যেকোনো একটা ফুলের নাম বলো
—দুঃখ।
—যেকোনো একটা নদীর নাম বলো
—বেদনা।
—যেকোনো একটা গাছের নাম বলো
—দীর্ঘশ্বাস।
—যেকোনো একটা নক্ষত্রের নাম বলো
—অশ্রু।
—এবার আমি তোমার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি
—বলো।
—খুব সুখী হবে জীবনে।
শ্বেতপাথরে পা।
সোনার পালঙ্কে গা।
এগোতে সাতমহল
পিছোতে সাতমহল।
ঝরনার জলে স্নান
ফোয়ারার জলে কুলকুচি।
তুমি বলবে, সাজব।
বাগানে মালিনীরা গাঁথবে মালা
ঘরে দাসীরা বাটবে চন্দন।
তুমি বলবে, ঘুমোব।
অমনি গাছে গাছে পাখোয়াজ তানপুরা,
অমনি জ্যোৎস্নার ভিতরে এক লক্ষ নর্তকী।
সুখের নাগরদোলায় এইভাবে অনেকদিন।
তারপর
বুকের ডান পাঁজরে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে
রক্তের রাঙা মাটির পথে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে
একটা সাপ
গায়ে বালুচরীর নকশা
নদীর বুকে ঝুঁকে-পড়া লাল গোধূলি তার চোখ
বিয়েবাড়ির ব্যাকুল নহবত তার হাসি,
দাঁতে মুক্তোর দানার মতো বিষ,
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে

যেন বটের শিকড়
মাটিকে ভেদ করে যার আলিঙ্গন।
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত হাসির রঙ হলুদ
ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত সোনার গয়নায় শ্যাওলা
ধীরে ধীরে তোমার মখমল বিছানা
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে সাদা।
—সেই সাপটা বুঝি তুমি?
—না।
—তবে?
—স্মৃতি।
বাসরঘরে ঢোকার সময় যাকে ফেলে এসেছিলে
পোড়া ধূপের পাশে।

কথোপকথন ৫

আমি তোমার পান্থপাদপ
তুমি আমার অতিথশালা।
হঠাৎ কেন মেঘ চ্যাঁচালো
—দরজাটা কই, মস্ত তালা?

তুমি আমার সমুদ্রতীর
আমি তোমার উড়ন্ত চুল।
হঠাৎ কেন মেঘ চ্যাঁচালো
—সমস্ত ভুল, সমস্ত ভুল?

আমি তোমার হস্তরেখা
তুমি আমার ভর্তি মুঠো।
হঠাৎ কেন মেঘ চ্যাঁচালো
—কোথায় যাবি, নৌকো ফুটো?